1953—1—

Reg. No. DA.—142

এই সংখ্যায় আছে—

কোরআন হইতে কিঞ্চিৎ .... ২ পৃষ্ঠা
পাঞ্জাব হাঙ্গামা তদন্ত আদালতে
হজরত খলিফাতুল মসীহের সাক্ষ্য ৩—৪ "
অজানিতের সন্ধানে .... ৫ "
পাঞ্জাবের কাদিয়ানী বিরোধী হাঙ্গামার তদন্ত ৬ "
তৌহিদের আহ্বান .... ৭ "
কামেল ঈমান এবং হাদীস সংগ্রহ .... ৮ "

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আহমদীয়া আঞ্জুমানের মুখপত্র।

এপ্রিল, '৫৪ ; বৈশাখ, ১৩৬১ বাং ; শাহাদত, ১৩৩২ সৌর হিজরী

নব পর্য্যায়—৭ম বর্ষ, | Fortnightly Ahmadi, April, '54 | ২৫—২৬ সংখ্যা

ঈদের দিন।

ঈদের দিন মুসলিম দুনিয়ার নর, নারী, বালক, বৃদ্ধ, ধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্মের প্রতি উদাসান নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষই আনন্দিত। 'ঈদ' অর্থ আনন্দ, আনন্দের সময়। ঈদের দিনে আনন্দ না করা সুন্নাৎ-বিরুদ্ধ।

আনন্দ মনের একটা অবস্থা। দুঃখ ইহার বিপরীত অবস্থা। অকারণ কেহই আনন্দিত বা দুঃখিত হয় না। আনন্দের কারণ বিদ্যমান থাকিলে দুঃখ করা সম্ভব নহে। দুঃখের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও আনন্দ করা যায় না। অবশ্যই পাগল বা অপ্রকৃতিস্থ লোকের পক্ষে অকারণ আনন্দ বা দুঃখ করা সম্ভব। তাহাদের বাদ দিয়া প্রকৃতিস্থ লোকের কথাই বলিতেছি।

অধিকাংশ মুসলমান আনন্দ করে সামাজিক প্রথা পালন করা হিসাবে। বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ হইতে ঈদ করা হইয়া আসিতেছে ; অপর সকলেই ঈদ করিতেছে ; আমরা না করিলে কেমন দেখাইবে ? অধিকাংশ মুসলমানের ঈদ এইরূপই একটা গড্ডালিকা প্রবাহ ছাড়া আর কিছু নয়।

গণতান্ত্রিকতার বাড়াবাড়ির যুগে অধিকাংশের ত্রুটি দেখান নিরাপদ নহে। তবে সমাজ ও জাতির কল্যাণাকাঙ্খীর জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বড় কথা নহে। জাতির সত্যিকার কল্যাণের জন্য আবশ্যক সত্য কথা অপ্রিয় হইলেও বলাই বাঞ্ছনীয়।

ইসলামের বিধান অনুসারে প্রাথমিক যুগ হইতেই তিনটি ঈদ পালনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রথম ঈদ প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার মধ্যাহ্নে মহল্লার সকলে সমবেত হইয়া জুমার নামাজ পড়া ; দ্বিতীয় ঈদ রমজান মাসের সংযম সাধনার পর সহর বা গ্রামের সমুদায় মুসলমানের সমবেত প্রার্থনা ; তৃতীয় ঈদ, মক্কায় সমবেত হইয়া যাহারা হজ করেন, তাহাদের প্রতীকরূপে অবশিষ্ট মুসলমানদের নিজ নিজ সহরে বা গ্রামে সমবেত হইয়া প্রার্থনা করা।

এই তিন ঈদেই আমরা সমবেতভাবে দুই দুই রাকাত নামাজ পড়ি, আমাদের জাতীয় জীবনকে সার্থকতার পথে আগুয়ান করিবার উদ্দেশ্যে। যাহাদের ঈদের দিনের প্রধান কাজ সিনেমা দেখা বা অন্য প্রকারের ভৌতিক আনন্দ অন্বেষণ করা, তাহারা যে ঈদের আদর্শ হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে, এ কথা অতি স্পষ্ট।

মানব-জীবন দেহ, মন ও আত্মার সমষ্টি। জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য দেহ, মন ও আত্মা প্রত্যেকটির জন্যই ঈদ বা আনন্দ করার প্রয়োজন আছে। ইসলাম এই প্রয়োজন অস্বীকার করে না। ইসলাম বলে, তোমার দেহ, তোমার মন, ও তোমার আত্মা, একে অপরের উপর নির্ভরশীল ; প্রত্যেকটিকেই আনন্দ দাও, তবে কোনটাকেই অপর দুইটির ক্ষতি করিবার মত প্রশ্রয় দিও না। এই সীমারেখার মধ্যে থাকিয়া যাহারা ঈদ করেন, ঈদের আদর্শ তাহারাই বুঝিয়াছেন।

রমজানের পরের ঈদকে 'ঈদুল-ফিতর' বলা হয়। রমজান মাস দীর্ঘ সাধনার মাস। উষার প্রক্কাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পানাহার হইতে বিরত থাকা, কোন প্রকারের অন্যায় বা অসঙ্গ কাজ না করা, যথাশক্তি দান খয়রাত করা এবং আল্লার হুজুরে খুব বেশী করিয়া প্রার্থনা করিতে থাকা এই সাধনার বিষয়ীভূত। এই সাধনার ফল দুইটি—(১) সংযম ও পুণ্য অভ্যাসের ফলে চরিত্রের উৎকর্ষ লাভ, কোরআনের ভাষায় "লা-আল্লাকুম তাত্তাকুন, লা-আল্লাকুম তাশ-কুরাণ—যেন তোমরা তাকওয়াবান হইতে পার, যেন তোমরা আল্লার বিধান হইতে উপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞ হইতে পার" ; (২) খোদা-প্রাপ্তি বা খোদার অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন—কোরআনের ভাষায় "লাআল্লাহুম ইয়ারশুদূন—যেন তাহারা ঠিক পথের জ্ঞান লাভ করে"।

ঈদুল-ফিতর সমাগত। বিগতপ্রায় রমজানের সাধনায় এই ফল যাহারা কিঞ্চিৎও লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য এবং প্রকৃতপক্ষে এবারকার ঈদ তাঁহাদেরই।

আনন্দ ও দুঃখের পটভূমি বাঞ্ছিত বস্তুর বেশী হওয়া বা কম হওয়া। যে ব্যক্তি টাকা চায়, টাকার বৃদ্ধি তাহার জন্য আনন্দের কারণ এবং টাকা কমিয়া যাওয়া তাহার জন্য দুঃখের কারণ। বিদ্যার্থী তাহার বিদ্যার বৃদ্ধি দেখিলে আনন্দ অনুভব করে এবং বৃদ্ধির অভাব দেখিলে দুঃখ বোধ করে। এইরূপে ধর্ম্মপরাণ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের প্রসার দেখিলে আনন্দ বোধ করেন এবং ধর্ম্মের প্রতি লোকের উদাসানতা দেখিলে দুঃখ বোধ করেন।

আহমদীয়া জামায়াত কি চায় ? কিসের বৃদ্ধি তাহাদিগকে আনন্দ দেয় ? এবং কোন জিনিষের প্রতি অবহেলা তাহাদিগকে দুঃখ দেয় ? এই রমজান মাসের সাধনায় আমরা যদি আমাদের বাঞ্ছিত বস্তু একটুও বৃদ্ধি করিয়া থাকি, তবেই আমাদের আজিকার ঈদ সার্থক।

৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

২৬শে মে লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ, ঝং জিলার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট আবদুল হামিদকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। উক্ত আবদুল হামিদ আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান খলিফা হযরত মীর্জ্জা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (আইঃ)কে ১০ই মার্চ্চ রাবওয়াস্থ মসজিদে মুবারকে ছুরিকাঘাত করে।

কোরআন হইতে কিঞ্চিৎ

১। কোরআন করীমের প্রথম সূরা

কোরআন করীমে মোট ১১৪টি 'সূরা' বা অধ্যায় আছে। 'সূরা' শব্দটির বহু বচন 'সুয়ার'। কোরআন করীমের অধ্যায়গুলিকে কোরআন করীমেই আল্লাহতায়ালা 'সূরা' বলিয়াছেন,—সাতবার বলিয়াছেন 'সূরাতুন' (৯ : ৬৪, ৯৬, ১২৪, ১২৭; ২৪ : ১; ৪৭ : ২০ দুই বার); দুইবার বলিয়াছেন 'বিসূরাতিন' (২ : ২৩; ১০ : ৩৮); এবং একবার বলিয়াছেন বহু বচনে 'সুয়ারিন' (১১ : ১৩)। হাদীস হইতেও দেখা যায়, রসুলুল্লাহ ছঃ আঃ অছাল্লাম 'সূরা' শব্দই ব্যবহার করিতেন।

'সূরা' আরবী শব্দ। ইহার অভিধানিক অর্থ (১) মর্য্যাদা, (২) গৌরব বা মহত্ত্ব (৩) চিহ্ন বা নিদর্শন (৪) উচ্চ বা সুন্দর অট্টালিকা বা প্রাচীর (৫) অবশিষ্ট বস্তু, (৬) পূর্ণ বা পরিণত বস্তু। আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিতগণ 'সূরা' শব্দটির এই সমুদায় অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোরআন করীমের অধ্যায় বা অংশগুলিকে 'সূরা' বলার বিভিন্ন কারণ দর্শাইয়াছেন। আহমদীয়া জামাতের বর্ত্তমান ইমাম হজরত মির্জ্জা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব বলেন (তৎপ্রণীত তফসীরে কবীর, ১ম খণ্ডের ১ম ভাগ, ১ পৃঃ), এই ছয়টি অর্থেই কোরআন করীমের অংশগুলিকে 'সূরা' বলা যাইতে পারে। কারণ প্রত্যেক সূরাই কোরআনের অংশ (৫ম অর্থ); প্রত্যেক সূরার বিষয়বস্তু পরিপূর্ণ (৬ষ্ঠ অর্থ); প্রত্যেক সূরা একটি সুউচ্চ ও সুন্দর অধ্যাত্মিক জ্ঞান-সৌধ (৪র্থ অর্থ); এবং এই জ্ঞানের সাধক উন্নত মর্য্যাদার (১ম অর্থ) গৌরব (২য় অর্থ) অর্জ্জন করিয়া মানব সমাজে বৈশিষ্টের (৩য় অর্থ) অধিকারী হন।

কোরআন করীমের প্রথম সূরাটির সমধিক প্রচলিত নাম সূরা আলহামদ বা সূরা ফাতেহা। এতদ্ব্যতীত হাদীসে ইহার আরও আটটি নাম দেখা যায়, যথা—(১) আচ্ছালাত (প্রার্থনা), (২) আশ্‌শেফা (রোগ মুক্তি), (৩) আল-কন্‌জ্‌ (জ্ঞান ভাণ্ডার), (৪) উম্মুল-কেতাব (গ্রন্থের মাতা), (৫) উম্মুল-কোরআন (কোরআনের মাতা), (৬) আল-কোরআনুল-আজীম (বৃহৎ কোরআন), (৭) আস্‌-সাবাআল-মাসানী (সপ্ত পৌনঃপুনিক—এই সূরায় সাতটি বাক্য আছে এবং ইহা বারংবার পড়িতে হয়); এবং (৮) আর-রোকিয়াহ (ঝাড়-ফুক)।

অষ্টম নামটি সংক্রান্ত হাদীসটি এইরূপ—হজরত আবু সয়ীদ খুদ্‌রী বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহকে জানাইল, এক সাপে কাটা রোগীকে আমি সূরা ফাতেহা পড়িয়া ফুক দিতে সে নিরাময় হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বুঝিলে কিরূপে যে এই সূরা পড়িয়া ঝাড় ফুক করিতে হয়? সে উত্তর দিল, আমার মনে এইরূপ খেয়াল হইয়াছিল।

অধিকাংশআলেমগণ বলেন, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল; কেহ কেহ বলেন, মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। খুব সম্ভব ইহা একবার মক্কায় এবং পুনরায় মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। একই আয়াত বা সূরার একাধিকবার অবতীর্ণ হওয়ার নজির পাওয়া যায়।

সূরা ফাতেহার সাতটি আয়াত এই :—

(১) বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহীম ;
(২) আল-হামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন ;
(৩) আর-রহমানির-রহীম ;
(৪) মালিকে ইয়াওমিদ্দীন।
(৫) ইয়াকা নাআবুদু অ ইয়াকা নাস্তায়ীন ;
(৬) ইহদিনাস-ছিরাতাল-মুস্তাকীম ;
(৭) ছিরাতাল্লাজীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মগদুবে আলাইহিম অলাজ্জালীন।

পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রথম আয়াতটির ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, ইহা কোরআন করীমের প্রত্যেক সূরারই প্রথম আয়াত! এই আয়াতটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা ছিল সমুদায় সূরায় প্রযোজ্য সাধারণ ব্যাখ্যা। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বপর সম্বন্ধের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন সূরার সহিত ইহার বিশিষ্ট ব্যাখ্যাও আছে। তবে কোন একটি সূরার সহিত সংশ্লিষ্ট 'বিসমিল্লার' বিশিষ্ট ব্যাখ্যা ঐ সূরাটি সমগ্রভাবে বুঝার পূর্ব্বে বুঝিতে পারা কঠিন। সূরা ফাতেহার কেন্দ্রীয় কথা কর্ত্তব্যের পথের সন্ধান চাওয়া। পথের সন্ধানীকে কৃপাময়ের যে সকল কৃপার উপরে নির্ভর করিতে হয়, তাহার প্রতি সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই সূরা ফাতেহার 'বিসমিল্লার' উদ্দেশ্য।

সূরা ফাতেহার দ্বিতীয় আয়াত "আল-হামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন—যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বপতি আল্লার"। ইহা সমগ্র কোরআনের কেন্দ্রীয় কথা! ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হয় এই বাক্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়া এবং শেষ পর্য্যন্ত এই উপলব্ধিই বৃদ্ধি হইতে থাকে। সাধক সিদ্ধির প্রথম সোপানে পৌছিয়া বলেন, "যাবতীয় প্রশংসা আল্লার; তিনি না দেখাইয়া দিলে আমরা পথ পাইতাম না" (আরাফ, আ ৪৪); সিদ্ধির শেষ সোপানে পৌছিয়াও বলেন—"যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বপতি আল্লার জন্য" (ইউনুস, আ ১১)

'আল-হামদু' অর্থ সমুদায় প্রশংসা। হাম্‌দ, মাদহ, ছানা ও শোকর প্রতিশব্দ; তবে অর্থগত সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। মানুষ প্রশংসা করে কখনবা গুণীর গুণ ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করিয়া; কখনবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তোষামোদরূপে; কখনবা অন্য লোকে প্রশংসা করে বলিয়া; কখনবা উপকৃত হওয়ার কারণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে। গুণীর গুণ উপলব্ধি করিয়া প্রশংসাস্থলে হামদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। গুণীর গুণ স্বীকার করিয়া প্রশংসা করা এবং নিছক তোষামোদ করা উভয় স্থলেই 'মাদহ' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে। 'ছানা' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি। শেকস্পীয়ার বা কালিদাসকে অনেকেই প্রশংসা করে তাহাদের খ্যাতির কারণে, যদিও এই সকল প্রশংসাকারী এই দুই কবির কাব্যরসের আস্বাদ পায় নাই। উপকৃত ব্যক্তি উপকারীর নিকট শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যদিও হয় ত উপকারীর মধ্যে অপর বহু দোষ ত্রুটি থাকে। আল্লার প্রশংসা প্রকাশের জন্য 'হামদ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লার কৃপা ও কল্যাণ উপলব্ধি করিয়া যাহারা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন, কোন বিষয়েই যাহারা আল্লার ব্যবস্থায় বিরূপ নহে, বস্তুতঃ তাহারাই আল্লার 'হামদ' করেন। যাহারা সত্য সত্যই আল্লার কৃপা ও কল্যাণ উপলব্ধি করেন, তাহারা সদা প্রফুল্ল। যাহাদের কাজ ও কথা বিষাদ মাখা, মুখে শতবার আলহামদু লিল্লাহ' বলিলেও বস্তুতঃ তাহারা আল্লার প্রশংসাকারী নহে; অন্য লোকে প্রশংসা করে বলিয়া তাহারাও প্রশংসা করে; অথবা দোজখে যাওয়া ভয়ে তোষামোদ করে।

জরা, ব্যধি ও মৃত্যু দেখিয়া বুদ্ধদেব রাজসিংহাসন ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। বহু সাধনার পর তিনি 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী হইয়া প্রচার আরম্ভ করেন। এই জ্ঞান 'আল-হামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন' ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ, জরা ব্যধি ও মৃত্যু যেমন ছিল তেমনই আছে। সমগ্র বিশ্বের পরিচালনার প্রতি সামগ্রীক দৃষ্টি বিশ্বপতির যে মঙ্গলময় রূপ উপস্থাপিত করে, 'আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন' তাহাই প্রকাশ করে।

রব্বিল-আলামীন—বিশ্বপতি; বিশ্বস্রষ্টা; বিশ্বের প্রভু; বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ক্রমবিকাশ যাহার নিয়ন্ত্রণাধীন। 'আলামীন' আলম শব্দের বহু বচন। 'আলম' 'আলামা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'আলামা' অর্থ সে জানিয়াছে। যাহা দ্বারা সত্তা বা কোন শ্রেণী বিশেষের পরিচয় হয়, তাহাকে 'আলম' বলা হয়। 'আলম' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নাম বা লক্ষণ।

ধর্ম্মে আস্থাবান মানুষ মাত্রই স্বীকার করিবেন বিশ্বের যিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, তিনি অবশ্যই যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী; ত্রুটি, বিচ্যুতি, দুর্ব্বলতা আদৌ তাঁহার নাই। তবে অতি অল্প লোকেই এই সত্য উপলব্ধি করে। উপলব্ধির জন্য প্রথমতঃ আবশ্যক যুক্তির; দ্বিতীয় আবশ্যক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার। সূরা ফাতেহার প্রথম আয়াতে যে সত্য ব্যক্ত করা হইয়াছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে তাহার সপক্ষে যুক্তির ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং চতুর্থ হইতে সপ্তম বা শেষ আয়াত পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। [—রওশন—]

আহমদীয়া নেতাকে হত্যার চেষ্টা

লাহোর, ১৩ই মে।—"গতকাল ঝং-এর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আহমদীয়া নেতা মীর্জ্জা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদকে ছুরিকাঘাত করার দায়ে আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়াছেন। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রাবওয়া মসজিদে তিনি ছুরিকাহত হন। আসামী আবদুল হামিদ দোষ স্বীকার করিয়া বলে যে হত্যার উদ্দেশ্যেই সে মীর্জ্জা সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল। মীর্জ্জা সাহেব রসুলের বিরোধী মতবাদ পোষণ করেন বলিয়া আবদুল হামিদ মনে করে।"

পাঞ্জাব হাঙ্গামা তদন্ত আদালতে

হজরত খলীফাতুল মসীহের সাক্ষ্য

লাহোর, ১৫ই জানুয়ারী (এ, পি, পি)

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—আশরাফ হোসেন

প্রঃ ১৯৪৭ সনের ১৪ই মে মাগরেবের নামাজের পর মজলিসে-ই-এলমুল ইরফানে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন কি যাহা ১৯৪৭ সনের ১৬ই মে'র আলফজলে প্রকাশিত হইয়াছিল ?

"ম্যায় কাবল আজীন বাতা চুকাহু কে আল্লাতালা কি মাসহীয়াত হিন্দুস্থান কো একাঠ্ঠা রাখনে চাঁহতে হে। লেকীন আগার কাওমান কি গায়ের মামুলী মুনাক্কিরাত কি ওয়াজেহ সে আরজী তৌর আলগ ভী কারনা পারে তো ইয়েহ আওর বাত হায়। বাসা আওকাত উজ মুককো ডক্টর কত দেনে কা মাসওয়ারা দেতে হায়। লেকিন ইয়েহ খুশী সে নেহী হোতা বলকে মজবুরী আওর মাজুরী কি আলম মে। আওর শেফ উছি ওয়াক্ত যব উসকি বেগায়ের চারা না হো, আওর ফির ইয়েহ মালুম হো যায়েহ কি মউক উজ কি জানা এয়া লাগ সাকতা হায় তো কৌন জাহীল ইনসান উসকী লিয়ে খুশী নেহি করে গা। ইসতেরাহ হিন্দুস্থান কি তক্সীম পর আগার হাম রাজামন্দ হো যায়ে তো খুশী সে নেহী বলকে মজবুরী সে। আওর ফির ইয়েহ খুশী করনে জী কী ইয়েহ কিসি না কিসি তারেহ জল্দ মুতাহিদ হো জায়েই।"

উঃ না, আমি এই শব্দ সমুহ ব্যবহার করি নাই। আমার বক্তব্য বহুল পরিমাণে ভুল পরিবেশিত হইয়াছে। মুনীর আহমদ নামে যে ব্যক্তি এই বক্তব্য সমূহ রিপোর্ট করিয়াছেন তিনি আমার নিয়মিত বক্তব্য লেখক নহেন। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য ৪৭ সনের ২১শে মে তারিখের আলফজলে সঠিক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে আছে—"ইন হালাত কী পেশ নজর ইন (মুসলমানু) কা হক হায় কী ইয়েহ মুতালবা করে আউর হার দীয়ানতদার কা ফরজ হায় কী থা ইস মে ইনকা নুকসান হো। মুসলমানু কী ইস মুতালেক কী তাইয়িদ হো বেশক হামে মুসলমানো কী তরফ সে ফী রাজ আওকাত তকলীফ পৌছা গ্যায়ে হায় কী শায়েদ ও হামে ফাঁসী পর চড়া দেগী। লেকীন হাম হিন্দু সে ইয়েহ পুছতা হু কি তোম লোগ নে হামে কব সুখ দিয়া থা। তুম লোগ নে হামে কব আরাম পৌছায়া থা, আউর তুম লোগ নে কব হামারেহ সাথ হাম দরদী কী থী।"

প্রঃ ১৯৪৭ সনের ১৬ই মে তারিখের আলফজলে যাহা বাহির হইয়াছে আপনি কী তাহার বিরুদ্ধ অভিমত পোষণ করেন ?

উঃ ১৯৪৭ সনের ২১শে মে তারিখের আলফজলেই ইহার প্রতিকুলে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রঃ আলফজলে প্রকাশিত ১৪ই হিজরত বলিতে আপনারা কি বোঝেন ?

উঃ ইহা দ্বারা ১৪ই মে'র কথা বলা হয়।

অতঃপর আদালত তাঁহাকে প্রশ্ন করেন।

প্রঃ এই মাসকে আপনারা কেন হিজরত মাস বলিয়া উল্লেখ করেন ?

উঃ কারণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে, মে মাসেই হজরত রসুলে করীম (ছাঃ) হিজরত করিয়াছিলেন।

ইহার পর কৌসুলী পুনরায় তাঁহাকে জেরা করিতে আরম্ভ করেন।

প্রঃ আপনারা হিজরী সন অথবা খৃষ্টাব্দ সন মোতাবেক কাজ কর্ম্ম করেন ?

উঃ আমরা সৌর মাসের দিন পঞ্জীর নামগুলিকে হজরতের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী দ্বারা নাম করণ করিয়াছি।

প্রঃ ১৯৪৬ সনের ১২ই নবেম্বরের আলফজলে প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ী আপনারা নিজদিগকে সংখ্যালঘু বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন কি ?

উঃ না, প্রকৃত ঘটনা এই যে, ১৯৪৬ সনে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দিল, তখন সরকার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দল সমূহের নিকট হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিতেছিল। সরকার তখন সমস্ত মুসলমানকে এক দলভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছিল। এই সময় কিছু সংখ্যক মুসলিম লীগ পন্থী আমাদিগকে আসিয়া বুঝাইলেন যে, সরকার মুসলমানদের এক দলভুক্ত করিয়া অমুসলমানদের দলবৃদ্ধি করিতেছে। আমরা তখন সরকারের কাছে প্রতিবাদ করি যে, আমাদিগকেও একটি দল হিসাবে গ্রহণ করা হউক। সরকার ইহার উত্তরে বলিলেন, আহমদীরা ধর্ম্মীয় দল, উহা রাজনৈতিক দল নহে।

প্রঃ ১৯১৯ সনের মার্চ্চ মাসে বাৎসরিক সম্মেলনে কি আপনি নিম্নরূপ বিবৃতি দিয়াছিলেন যাহা ইরফান-ই-ইলাহী নামক সঙ্কলন পুস্তকের ৯৩ পৃষ্ঠার "ইস্তেকাম লেনে কা জামানা" শীর্ষক প্রবন্ধ নামে প্রকাশিত হইয়াছে। "আব জামানা বদল গিয়া হায়। দেখো পহলে যো মসীহ আয়া থা উসে দুশমন নে ছলিব পর চড়ায়া মগর আব মসিহ ইস লিয়ে আয়া হায় কী আপনে মুখালেকিন কো মউত কা ঘাট উতারে।

উঃ হাঁ। কিন্তু আমি এই উদ্ধৃত বাক্যটিকে ঐ একই পুস্তকের ১০১ ও ১০২ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিঃ লেকিন কিয়া হামে ইস কা কুছ জওয়াব নেহি দেনা হ্যায়। আওর ইস খুন কা বদলা নেহি লেনা চাহিয়ে। লেকিন ইসি তরীকে সে জো হজরত মসীহ মাউদ নে বাতায়া দিয়া হ্যায় আওর জো ইয়েহ হায় কী বদলা কী মরজমীন সে আগার এক আহমদীয়াত কা পৌদা কাট গিয়া হায় তো আব খুদাতালা ইস্ কী বজায়ে হাজারো ওহা লাগায় গা। ইস্ সে মালুম হোতা হায় কী সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহিব শাহীদ কী কাতল কী বাদলা ইয়েহ নেহি রাক্ষা গিয়া গিয়া কী হাম উনকে খুন বহায়ে কেউকে তকল করনা হামারা কাম নেহী। হামে খোদাতালা নে নে নুর আমান জারিয়া সে কাম কারনে খারা কিয়া হায় না কী আপনে দুশমনো কো কতল করনে কী লিয়ে। বাস হামার কাম ইয়েহ হায় কী উনকি আউর উনকি নছল কী দিলু মে আহমদীয়াত কা বীজ বোয়ে আউর উনছে আহমদী বানায়ে আউর জীস চীজ কো ওহ মিটানা চাহতে হায় উসে কায়েম কর দে। আউর চুঁ কে খোদা কী বারগুজীদা জমাতো মে সামীল হোনে ওয়ালে ইসি তেরাহ সাজা দিয়াহ করতা হায় কী আপনে দুশমন পর এহসান করতে হ্যায়। ইস লীয়ে হামারে ভী ইয়েহ কাম নেহী হায় কী সেয়দ আবদুল লতিফ সাহেব কী কতল করনে ওয়ালু কো দুনিয়া সে মিটা দে। আউর করতল দে বলকে ইয়েহ হ্যায় কী উনছে হামসায় কী লিয়ে কায়েম কর দে আউর আবদী জিন্দীগী কী মালিক বানা দে আউর উসকা তরিকা ইয়েহ হ্যায় কী উনছে আহমদী বানায়ে।

আদালত অতঃপর স্বাক্ষীকে জেরা করেন, পুর্ব্বোক্ত উদ্ধৃতিতে আহমদীয়াত বলিতে কি বুঝায় ?

উঃ আহমদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা ইসলামের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাই।

ইহার পর কৌসুলী পুনরায় তাহার জেরা আরম্ভ করেন। তিনি স্বাক্ষীকে প্রশ্ন করেন, ১৯৫২ সনের ১৫ই জুলাইয়ের আলফজলের "খুনী মোল্লা কী আখেরী দিন" শীর্ষক সম্পাদকীয় পাঠ করিয়াছেন কি, যাহাতে নিম্নলিখিত কথা সমূহ বলা হইয়াছেঃ হা, আখেরী ওয়াক্ত আ পৌছা হ্যায় উন তামাম উলেমায়ে হক্ কী খুন কা বদলা লেনে কী জিন কো শুরু সে লে কার আজ তক ইয়েহ খুনী মুল্লা কতল করোয়াতে আয়ে হ্যায়। ইন্ সব কা বদলা লিয়া যায়ে গা (১) আতাউল্লা শাহ বোখারী সে (২) মুল্লা বাদাউনী সে (৩) মুল্লা এহতেশামুল হক সে (৪) মুল্লা মোহাম্মদ শফী সে (৫) মুল্লা মওদুদী (পাঁচওয়ে সারওয়ার) সে।

উঃ হা, এই লেখা সম্বন্ধে মণ্টোগকরী হইতে এক ব্যক্তি আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছিল এবং আমি এই বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট নাজির সাহেবের কাছে এই জন্য কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি সম্পাদককে উহা প্রত্যাহার করিতে আদেশ দিয়াছেন।

প্রঃ প্রত্যাহার করার সংবাদ কি আপনার সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল ?

উঃ না, কিন্তু ১৯৫২ সনের ৭ই আগষ্টের আলফজলে "এক গলতী কা ইজালা" নামক প্রবন্ধে উক্ত লেখার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল।

আদালত স্বাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন, মৌলভীগণ যাহাদিগকে সম্পাদকীয়তে মুল্লা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহারা কি আহমদীদিগকে ইসলাম হইতে বহির্ভূত এবং হত্যা করার যোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ?

উঃ আমি জানি কেবল মাত্র মওলানা আবুল আলা মওদুদীই উক্ত রূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কৌসুলী পুনরায় তাহাকে জেরা শুরু করেন এবং প্রশ্ন করেন যে, ১৯১৯ সনে জুনে লিখিত তশহিজ জুল আজহান ৩৮ পৃষ্ঠায় আপনি কি নিম্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেনঃ খলিফা হো জো পহলা হো উস কি বাদ হো। জো বাদ মে দুসরা পহলে কি

মুকাবিল পর খাড়া হো জায়ে, জ্যায়সা লাহোর মে হ্যায় তো উসি কতল কর দো। মগর ইয়েহ কতল কা হুকুম তব হ্যায় জব সুলতানাত আপনে হো! আব ইন হুকুমত মে এয়সা কর নেহি সাকতা।

উঃ না, আমার লিপি লেখক কাঁচা ছিলেন, তাই আমি যাহা বলিয়াছিলাম তিনি তাহার ভুল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লাহোরী সম্প্রদায় ভুক্ত আহমদীগণ এ সম্পর্কে সরকারের নিকট অভিযোগ দায়ের করিলে, আমি সরকারকে এ সম্বন্ধে আমাদের সঠিক বক্তব্য বলি।

প্রঃ আপনার সম্প্রদায় কি কেবল মাত্র ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ই অথবা ইহা একটি রাজনৈতিক দলও।

উঃ আমাদের জমাত মূলতঃ ধর্ম্মীয় সম্প্রদায় কিন্তু আল্লা এই সম্প্রদায়ে এমন লোকও রাখিয়াছেন যাহাদের মস্তিষ্ক দেশে কোন রাজনৈলিক সমস্যা দেখা দিলে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

প্রঃ ১৯৪৮ সনের ১৩ই আগষ্টে এক্স ডি ই ৩২৪ শে প্রকাশিত বক্তৃতা আপনি কোয়েটার জুমার খোদবায় দিয়াছিলেন কি?

উঃ হা।

প্রঃ আপনি উক্ত বক্তৃতায় নিম্নলিখিত কথা বলিতে কি বুঝিয়াছিলেন: "ইয়াদ রাখো তবলীগ উস ওয়াক্ত তক কামিয়াব নেহী হো সাকতা যব তক হামারী "বেস" মজবুত না হো। পহলে বেস্ মজবুত হো তো তবলীগ ফয়েলতী হ্যায়।

উঃ এই শব্দেই উহার উত্তর নিহিত আছে।

প্রঃ বেলুচিস্তানকে আহমদীয়াতে দীক্ষিত করিতে হইবে এই জন্য যে অন্ততঃ একটি প্রদেশকে যেন আমরা নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারি—এই কথা দ্বারা আপনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

উঃ এই কথা বলার দুইটি যুক্তি ছিল (১) বর্ত্তমান কালাতের নবাবের প্রপিতামহ আহমদী ছিলেন (২) বেলুচিস্তান একটি ছোট প্রদেশ।

প্রঃ আপনি জুমার খুতবায় নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছেন কি? যাহা এক্স ডি ই ২১০ ১৯৪৮ সনের ২৩শে অক্টোবরের আলফজলে প্রকাশিত হইয়াছে।

ম্যায় ইয়েহ জানতা হু কী আব ইয়েহ সুরা হামারা হাত-উ সে নিকাল নেহী সাকতা। ইয়েহ হামারা হী শিকার হো গা। দুনিয়া কী সারে কওমে মিলকার ভী হাম সে আব ইয়েহ এলাকা ছিন নেহী সাকতা।

উঃ হাঁ। কিন্তু এই সমস্ত কথাকে ইহার আক্ষরিক অর্থে বিচার করিলে ভুল হইবে। ইহাতে ভবিষ্যতের দিকে সঙ্কেত করা হইয়াছে। আমি বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম যে, এখানে একজন আহমদী সামরিক কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছেন, তাই এই প্রদেশ নিশ্চয়ই আহমদীয়াতে দীক্ষিত হইবে।

প্রঃ রাবওয়া উপনিবেশ কি কেবল মাত্র আহমদীদের বসতির জন্য?

উঃ এই ভূমিটা, রাবওয়া সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া ক্রয় করিয়াছে, এবং ইহাই এই সম্পত্তির মালিক। আঞ্জুমান উহার ইচ্ছা অনুযায়ী এই ভূসম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করিতে পারে। কিছু সংখ্যক গয়ের আহমদীও আঞ্জুমানেয় কাছে ভূমি ক্রমের আবেদন করিয়াছে। আঞ্জুমান বলিয়াছে, ভাল প্রতিবেশী হইলে তাহাদের আপত্তি নাই।

প্রঃ কোন গয়ের আহমদী কি সেখানে ভূমি ক্রয় করিয়াছে?

উঃ একজন কিনিয়াছেন বলিয়া আমাকে জানানো হইয়াছে, তবে এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার জানা নাই।

প্রঃ আপনি হাঙ্গামার সময় কোথায় ছিলেন?

উঃ রাবওয়াতে।

প্রঃ আপনি কি বার বার আপনার সম্প্রদায়কে বলেন নাই যে, কাদিয়ান তাহাদের আসল বাড়ী এবং তাহারা অবশ্যই কাদিয়ানে ফিরিয়া যাইবে?

প্রঃ প্রত্যেক মুসলমানই তাহার জন্মভূমি ফিরিয়া পাইতে উৎসুক।

প্রঃ ভারতবর্ষেও কি কোন আহমদীয়া জমাত আছে?

উঃ হাঁ।

প্রঃ বৃটিশ সরকারের প্রতি আহমদীয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতার মনোভাব কি ছিল?

উঃ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোন বিশেষ বাধা না থাকিলে যে লোক যে দেশে বাস করে তাহার পক্ষে সে দেশের সরকারের প্রতি অনুগত থাকাই ইছলামের শিক্ষা।

প্রঃ ইহা কি সত্য যে, বৃটিশ বাগদাদ দখল করিলে কাদিয়ানে বিজয় উৎসব উদযাপন করা হয়?

উঃ ইহা একান্তই মিথ্যা কথা।

প্রঃ আপনি ইসলামী রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে মনোভাব পোষণ করেন, তেমন রাষ্ট্রের কোন গয়ের আহমদী কি রাষ্ট্র প্রধান হইতে পারেন?

উঃ হা, পাকিস্তান, মিশর প্রভৃতি ইসলামী রাষ্ট্রে পারেন।

প্রঃ ধরিয়া নেওয়া যাক যে পাকিস্তান ধর্ম্মীয় রাষ্ট্র নহে, এখন ইহার রাষ্ট্র প্রধান কি হিন্দু হওয়া সম্ভব?

উঃ রাষ্ট্র প্রধান মুসলমান অথবা অমুসলমান হইবেন তাহা আইন পরিষদের সংখ্যাগুরু দলই ঠিক করিবেন।

প্রঃ আপনি কি আপনার জমাতের মধ্যে প্রচার করিতেছিলেন না যে আমাদের 'মুশাযেরা' অন্য মুসলমানদের হইতে পৃথক হইবে?

উঃ না।

প্রঃ আপনি কি আপনার জমাতের সদস্যদের পাকিস্তানে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন নাই?

উঃ না।

প্রঃ রাবওয়ার অবস্থান কি অত্যন্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ?

উঃ হা, পাকিস্তান সরকারের নিকট ইহা অত্যন্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

প্রঃ ১৯৪৮ সনের ৯ই নবেম্বরের আলফজলে প্রকাশিত এক রিপোর্টে প্রকাশ, আপনি রাবওয়ার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছিলেন:

ইয়েহ জমীন মওজুদা সুরৎ মে ওয়াকীহ মাঙ্গী হ্যায় আউর ইস মে কোই জজবীয়াত নেহি হ্যায় লেকিন আল্লাতালা কী ফজল সে হাম ইসে এক নেহাত শানদার শহর কী সুরৎ মে তবদীল করনে কা তায়া কর চুকা হ্যায় যো দফে লেহাজ সে ভী পাকিস্তান মে মাহফুজ তরীন কোকাম হো গা।

উঃ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর কোন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঠিক কি কি বলিয়াছিলাম তাহা আমি এখন স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

আদালত অতঃপর স্বাক্ষীকে প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি সত্যই মনে করেন যে রাবওয়াহ সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

উঃ রেল ও মটরের রাস্তা উভয়ই রাবওয়াহ শহরের মধ্যে দিয়া গিয়াছে। তাই ইহাকে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে না। তবে অন্য লোকের বিবেচনায় ইহা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কারণ চিনিউটের তরফ হইতে রাবওয়াহ আক্রমণ করা সম্ভব হইবে না। কারণ ইহা চেনাব নদীর অপর পারে।

জরুরী এলান

প্রাদেশিক জলসা

১৯ ও ২০শে জুন (১৯৫৪) মোতাবেক ৪ঠা ও ৫ই আষাঢ় শনি ও রবিবার পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমনে আহমদীয়ার সালানা জলসার দিন ধার্য্য হইয়াছে।

ঢাকায় ৪নং বক্সীবাজার রোডস্থ দারুত তবলীগ প্রাংগনে প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে জলসার অধিবেশন হইবে।

শনিবার দিন সকালে ৭-৩০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত মহিলা অধিবেশন হইবে এবং শনিবার ও রবিবার প্রত্যহ বিকাল ৩টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণ অধিবেশন হইবে। সাধারণ অধিবেশনেও মহিলাগণ উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

এই জলসায় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়া আলোচনা করিবেন।

জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

প্রাদেশিক আঞ্জুমান মেহমানদের থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিবে।

বিছানা পত্রাদি সাথে নিয়া আসার জন্য মেহমানগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইতেছে।

জলসা সম্বন্ধে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে চিঠি পত্রাদি বিনিময় করিতে পারেন। থাকছার—মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী, ৪ নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা।

অজানিতের সন্ধানে

—ছরফরাজ এম, এ, ছাত্তার

ভৌতিক জগতে অজানাকে জানবার জন্য দুঃসাহসিক মানুষের কৌতুহলের অন্ত নাই। এই পৃথিবীতে কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না, ইহাই মানুষের সঙ্কল্প। সেই সঙ্কল্প সাধনের জন্য মানুষ কোন মূল্য দিতেই কার্পণ্য করে নাই। ভূগোলে আমরা কত স্থানের নাম পাঠ করি। কিন্তু কয়জন জানি যে, সেই সব স্থান আবিষ্কারের জন্য মানুষ কত শোনিত ক্ষয় করিয়াছে, কত তরুণ প্রাণ দুঃসহ দুঃখের মধ্যে অকালে আত্মবলি দিয়াছে?

অজানাকে জানবার জন্য যুগে যুগে মানুষ মরণপণ আয়োজন করিয়াছে। হিমালয় প্রমাণ বাধা বিঘ্নও মানুষকে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। পথের বাধা হইয়াছে যত দুর্লঙ্ঘ্য, লক্ষ্য হইয়াছে যত দূরবর্ত্তী, অজানার অন্বেষণে মানুষের মন হইয়াছে তত বেশী অনুপ্রাণিত। দুর্ভেদ্য বনানী, দুস্তর সমুদ্র, দুরারোহ পর্ব্বত শৃঙ্গ, দুরতিক্রম্য মরুভূমি, তুষার প্রদেশ, কোন কিছুই মানুষের জয় যাত্রাকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ ক্লেশ হাসি মুখে সহ্য করিয়াছে। এমন কি, মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও নিরস্ত হয় নাই।

তখনকার কথা—যখন ভারতের লোকের ধারণা ছিল যে, ভারতই একটা দেশ, দ্বিতীয় আর কোন দেশ নাই; ইউরোপের লোকের ধারণা ছিল যে, ইউরোপই শুধু একটা দেশ, দ্বিতীয় আর কোন দেশ নাই; আফ্রিকার আমেরিকার যে যে জায়গায় বাস করিত, সে সেই অঞ্চলকেই গোটা পৃথিবী মনে করিত। অবশেষে মানুষ যখন জানিতে পারিল যে, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, এই সমস্ত লইয়া একটা মস্ত বড় পৃথিবী, তখনও অধিকাংশ লোকের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীটা গোলাকার নয়, চেপ্টা। সর্ব্বপ্রথমে যাহারা পৃথিবীটাকে গোলাকার মনে করিতেন, তাহাদের মধ্যে কলম্বস একজন। কিন্তু তাহাদের মতটাকে সেকালের লোকে উন্মাদের কল্পনা বলিয়াই মনে করিত।

কলম্বস মনে করিলেন, পৃথিবী যেহেতু গোলাকার, আমি যদি ক্রমাগত পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাই, নিশ্চয়ই পূর্ব্বদিকে পৌছিব। ইহার আগে কেহই বরাবর সমুদ্র পথে যাত্রা করে নাই। তিনি আশা ভরা বুকে পর্ত্তুগালের রাজার সহিত দেখা করিলেন, অজানার সন্ধানে যাইবেন বলিয়া সাহায্য চাইলেন। রাজা আর তাহার সভাসদেরা এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া তাহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিলেন। পথ দিয়া চলিলে সহরের লোকেরা তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিত, ঐ দেখ, পাগল লোকটা যাইতেছে। লোকটা বলে পশ্চিম দিকে যাইতে যাইতে সে পূর্ব্ব দিকে পৌছিয়া যাইবে।

কলম্বস নিরাশ হইলেন না। পর্ত্তুগালের রাজার নিকট সাহায্য না পাইয়া বহু কষ্টে তিনি স্পেন দেশে গেলেন। সে দেশের রাজা ফর্দিনান্দের নিকট স্বীয় উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া সাহায্য চাইলেন। স্পেন দেশের লোকেরাও এই নতুন অজানা কথা শুনিয়া হাসি বিদ্রুপ করিতে লাগিল। তাহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিত, এ কোথাকার পাগল লোকটা? লোকটার দেখছি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি তাহার জন্মভূমি জেনোয়ার লোকদের সাহায্য চাইলেন, ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরীর নিকট সাহায্য চাইলেন, কিন্তু কেহই তাহার কথা কাণেই তুলিল না।

অবশেষে ছয় বৎসর পরে স্পেনের রাণীর শুভ দৃষ্টি কলম্বসের উপর পড়িল। তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন। কিন্তু নাবিক জুটিল না। বহু টাকা দিয়া স্পেনের দুইজন ধনী ব্যক্তি কলম্বসকে কয়েকজন নাবিক জোগাড় করিয়া দিলেন।

কলম্বস অজানার সন্ধানে যাত্রা করিলেন। মনে তাহার অসীম আশা, মুখে তাহার তৃপ্তির হাসি। কিন্তু তাহার নাবিক সবাইর চোখে জল। তাহাদের ধারণা হইয়াছিল, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া তাহারা বুঝি চিরদিনের মত দেশ ত্যাগ করিতেছে। এ যেন তাহাদের অন্তিমের যাত্রা।

এইরূপে কলম্বসের মত বহু বীর পুরুষ যুগে যুগে অজানার সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিলেন। জীবনে তাহারা শত শত ব্যর্থতা, বিপদ ও অশান্তি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কখনও ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। এই নির্ভীক বীরদের অসাধারণ আবিষ্কার কাহিনী ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। পৃথিবীর পরিসর ছিল ছোট; তাহারা বড় করিয়া দিয়া গিয়াছেন অজানা নতুন দেশ আবিষ্কার করিয়া। অবিকল এইভাবেই, বহু সাধক মহাপুরুষ অধ্যাত্মিক অজানার সন্ধানে তাঁহাদের শোণিত ক্ষয় করিয়াছেন। তাহাদের চেষ্টায় মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক জগত যখন অজানা থাকে, সংসার প্রেমে মত্ত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে অনাচার ও ব্যাভিচার আরম্ভ করে; আল্লার নামে ও ধর্ম্মের নামে বিশ্বমানবের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করিয়া আধ্যাত্মিক জগতকে অন্ধকার করিয়া ফেলে। জগতে পাপের স্রোত প্রবল বেগে বহিতে থাকে।

আধ্যাত্মিক জগত সম্বন্ধে অন্ধ মানুষ কুআচার-গুলিকে সামাজিক বৈশিষ্ট বলিয়া মনে করিতে থাকে এবং কিছুতেই তাহা ছাড়িতে চাহে না। তখন পাপীদের বিনাশ ও সাধুগণের পরিত্রাণ কল্পে মানুষের মধ্যে হইতেই আল্লাহতায়ালা এক একজন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করেন। তিনি আসিয়া মানব জাতিকে পাপের পঙ্কিল কূপ হইতে উদ্ধার করেন। আধ্যাত্মিক অজানার সন্ধান দিয়া তিনি আত্মিক অন্ধকার দূর করেন।

স্বীয় কালামে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ইহ জগতে অন্ধ থাকিবে, সে পর জগতেও অন্ধ থাকিবে। এই বাক্যের অর্থ এ নয় যে মাতৃগর্ভ হইতে যে ব্যক্তি চক্ষুহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে পরজগতে অন্ধ থাকিবে। বরং ইহার অর্থ এই যে ইহলোকে যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মারফত (তত্ত্বজ্ঞান) হইতে অন্ধ থাকিবে পরজগতেও সে অন্ধ রহিবে। এইরূপ চক্ষু-হীন মানুষকে চক্ষু দান করিবার জন্য যুগে যুগে আল্লাহতায়ালা এক একজন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করেন, যিনি আসিয়া মানব জাতিকে আধ্যাত্মিক অজানা জগত সম্বন্ধে জ্ঞাত করেন।

পাপের প্রভাবের সময় আল্লাহতায়ালা যখনই আধ্যাত্মিক জগতের অজানার সন্ধান দিবার জন্য কোন মহাপুরুষকে পাঠাইয়াছেন, লোকে তাঁহাকে উন্মাদ মনে করিয়াছে, পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াছে, পথ দিয়া চলিলে ঢিল্ ছুড়িয়াছে, তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া হাসি ঠাট্টা করিয়া বলাবলি করিয়াছে, লোকটার মাথা খারাপ হইয়াছে, বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ যাবত যাহা শুনি নাই, যাহা কখনও হইবে না তাহা দেখছি বলিতেছে। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—এমন কোন মহা পুরুষ আগমণ করেন নাই যাহাকে লোকে অবজ্ঞা না করিয়াছে। (সূরা ইয়াছিন)

সাধারণ মানুষের যাহা জানা আছে, তাহা জানাইবার জন্য আল্লাহতায়ালা নবী, রসুল বা মোজাদ্দেদ আবির্ভূত করেন না। মানুষ যাহা অবগত নহে, তাহা জানাইবার জন্যই নবী, রসুলগণ আবির্ভূত হন। আল্লাহতায়ালা হইতে জানিয়া তাঁহারা আধ্যাত্মিক অজানা জগতের সন্ধান জ্ঞাত করেন। মৃত মানব জাতিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান করিয়া তাহারা পুনঃ জীবন্ত করিয়া তুলেন। কোরআন মাজিদে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসুলের আহ্বানে সাড়া দাও; তিনি তোমাদিগকে এরূপ বস্তুর পানে আহ্বান করেন, যাহা তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিবে। (আনফাল)

যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তৎপর আমি তাহাকে জীবন দান করিলাম আর তাহার জন্য আলোকের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, যাহার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে বিচরণ করিতে পারে, সে কি তাহার ন্যায় হইতে পারে যে অন্ধকার কূপের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে? যাহা হইতে বহির্গত হওয়ার ইচ্ছা তাহার নাই। (আনআম)।

যাহারা যুক্তির হিসাবে ধ্বংস হয় তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়; আর যুক্তির বলে যাহারা জীবন্ত থাকে তাহারা জীবন্ত থাকে (আনফাল)

হায়াত ও মওত যেমন দেহ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তেমনি জ্ঞান ও অধ্যাত্ম জীবন সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয়। কোরআনে বহু স্থানে অনুভূতি শক্তির অভাব-জনিত অবস্থাকে, মূর্খতা ও জ্ঞানের বিকারকে মৃত্যু বলা হইয়াছে এবং অনুভূতি শক্তির অস্তিত্বকে, জ্ঞানের মুক্তি ও বিকাশকে এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাকে জীবন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

যাহারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে মৃত হইয়া আছে, যাহাদের জ্ঞান বিবেক পাপচারে মরিয়া গিয়াছে, যাহাদের হৃদয় সত্যের অনুভূতি শক্তি হইতে বঞ্চিত ও আসাড় হইয়া গিয়াছে, মুক্ত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্বর্গীয় প্রেরণার জাগ্রত করিয়া ধর্ম্মের হিসাবে আবার তাহাদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য যুগে যুগে মহা পুরুষ আবির্ভূত হন।

পাঞ্জাবের কায়িদানী বিরোধী হাঙ্গামার তদন্ত

আদালত কর্তৃক সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ

করাচী, ২১শে এপ্রিল।—১৯৫৩ সালের মার্চ্চ মাসে পাঞ্জাবে যে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, পাঞ্জাব দাঙ্গা (তদন্ত) আইন অনুসারে গঠিত তদন্ত আদালত তৎসম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। কাদিয়ানী আহরার আন্দোলনের ফলে এই দাঙ্গা হয়। দাঙ্গা দমনের জন্য পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে গুলীবর্ষণ করিতে হয় এবং লাহোরে সামরিক আইন জারী করিতে হয়। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর গুলী-বর্ষণের ফলে অন্ততঃপক্ষে ১২ জন নিহত ও ৬৬ জন আহত হয়। অন্যান্য কতিপয় শহরেরও কয়েকজন হতাহত হয়। বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ মুনীর ও বিচারপতি এম, আর কায়ানীকে লইয়া গঠিত তদন্ত আদালত পাঞ্জাব সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহার উপসংহারে বলা হইয়াছে,—"আইন ও শৃঙ্খলা বিরোধী কার্য্যকলাপের সকল গুরুত্ব উপেক্ষা করার মত মনোবলসম্পন্ন একজন লোকও যদি থাকিতেন এবং দাঙ্গা দমনের যে সহজ ও কার্য্যকরী পন্থাটি হাতের কাছে ছিল তাহা কাজে লাগাইতেন, তাহা হইলে ঘটনা প্রবাহ অনুরূপ দাঁড়াইত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আহরার আন্দোলনের উপর কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ না করিয়া উহাকে কেবল মাত্র আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্নরূপে বিবেচনা করিলে কেবল মাত্র একজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং একজন পুলিশ সুপারের পক্ষেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করা সম্ভব হইত। সুতরাং আমাদিগকে মানবসুলভ বিবেক বুদ্ধির দ্বারাই বিচার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ত্তমান পর্য্যায়ে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যাকে গণতন্ত্রী সরকারের কার্য্যকলাপ হইতে পৃথক করিয়া দেখানো চলে কি না। গণতন্ত্রী সরকারের রাজনৈতিক সমস্যার বিভিন্ন দিক ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। কিন্তু তণতন্ত্র বলিতে যদি রাজনীতির নিকট আইন ও শৃঙ্খলার নতি স্বীকার বুঝায়, তাহা হইলে এই গণতন্ত্রের পরিণাম যে কি ভয়াবহ হইবে, তাহা একমাত্র আল্লাই জানেন।"

১৯৫৩ সালের মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে পাঞ্জাবে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের ফলে ব্যাপক হাঙ্গামা হয়। কোন কোন স্থানে এই হাঙ্গামা এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই দাঙ্গা হাঙ্গামা এত ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনী তলব করিতে হয় এবং লাহোরে সামরিক আইন জারী করিতে হয়। ১৯৫৩ সালের মে মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত লাহোরে সামরিক আইন বলবৎ ছিল। সামরিক আইন জারী করার পূর্ব্বে পুলিশকে কয়েক স্থানে গুলীবর্ষণ করিতে হয়। গুলীবর্ষণের ফলে ৪ঠা মার্চ্চ রাত্রে অন্ততঃ দুইজন এবং ৫ই মার্চ্চ ১০জন নিহত হয়। গুলীবর্ষণের ফলে আরও ৬৬জন আহত হয়। ইহাদিগকে লাহোরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সামরিক কর্ত্তৃ-পক্ষের মতে দাঙ্গা দমনকালে লাহোরে ১১জন নিহত ও ৪৯ জন আহত হয়। অন্য কয়েকটি শহরেও পুলিশ অথবা সামরিক বাহিনীর গুলীবর্ষণের ফলে কিছু সংখ্যক লোক হতাহত হয়।

১৯৫৩ সালের ২১শে জানুয়ারী আলেমদের এক প্রতিনিধিদল পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনকে যে চরম পত্র প্রদান করেন, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যক্ষভাবে ইহার ফলেই পাঞ্জাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। ১৯৫৩ সালের ১৬ই হইতে ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত করাচীতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান মোছলেম দলের সম্মেলনে গঠিত মজলিসে আমল প্রতিনিধিস্থানীয় আলেমগণকে খাওয়াজা নাজিমুদ্দিনের নিকট এই চরমপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেন। চরম পত্রে বলা হয় যে, একমাসের মধ্যে কাদিয়ানি আহমদিগণকে অমুছলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করা না হইলে এবং পররাষ্ট্র সচিব চৌধুরী জাফরুল্লা খান এবং অন্যান্য যে সব আহমদিয়া সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যদি অপসারণ করা না হয়, তাহা হইলে মজলিসে আমল প্রত্যক্ষ কর্ম্মপন্থা (রাসত ইকদাম) গ্রহণ করিবে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে চরমপত্র প্রত্যাখানের এবং মজলিসে আমলের করাচীস্থ বিশিষ্ট সদস্য ও পাঞ্জাবের আহরার আন্দোলনের কতিপয় নেতাকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এইসব নেতাকে গ্রেফতারের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অনতিবিলম্বেই দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়।

তদন্ত আদালতকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনার ভার প্রদান করা হয়:—

(১) কোন্ পরিস্থিতিতে ১৯৫৩ সালের ৬ই মার্চ্চ লাহোরে সামরিক আইন জারী করা হয়।

(২) দাঙ্গার জন্য কে বা কাহারা দায়ী।

(৩) দাঙ্গা রোধের জন্য এবং পরে উহার মোকাবেলা করার জন্য প্রাদেশিক বেসামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল কি না।

(ক্রমশঃ)

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

রোজা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ফিতরানা আদায় করিতে হয়। যদি কোন জমাতে স্থানীয়ভাবে ফিতরানা খরচ না হয় তবে অতিসত্বর ইহা প্রাদেশিক আঞ্জুমনে পাঠাইয়া দিবেন। জমাতের বাইরের কাহাকেও ফিতয়ানা দিতে হইলে পূর্ব্বে আমীর সাহেবের অনুমতি নিতে হইবে।

ছোটবড় রোজাদার অরোজাদার সকলের জন্যই ফিতরানা দিতে হয়।

যারা পূর্ণ ফিতরানা আদায় করিতে পারেন তারা মাথা পিছু ৸০ বার আনা এবং যারা অর্দ্ধেক আদায় করিবেন তারা মাথা পিছু ।৵০ ছয় আনা দিবেন।

খাকছার—মোহম্মদ মোস্তাফা আলী

মেহেদীর উদ্দেশ্যে*

—শাহেদা খানম

বহুকাল ধরি' তোমারে আমরা করেছি অন্বেষণ,
বহু জামানার পরদা উঠায়ে দেখিলাম কতজন।
দিন-রাত্রির তস্‌বীতে মোরা গণিয়া চলেছি কাল—
কত ঝরায়েছি অশ্রুর ধারা, কভু বা রক্ত লাল!
প্রতি মুহূর্ত্তে সংগ্রাম করি কত মৃত্যুর সাথে
কত বিপদেরে বরণ করেছি, মরিয়াছি সংঘাতে
বহুকাল ধরি'—জানকি মেহদী? তোমার প্রতিক্ষায়
স্বপ্নের তরী চলিয়াছে ভাসি' কূল-হারা দরিয়ায়।
কখনও সে তরী ডুবিয়া গিয়াছে, ভাসিয়া উঠেছে কভু
মেহেদী! তোমার আসার সময় নিকটে এলনা তবু।
তবু আসিলে না, আসিলে না তুমি পরম প্রতীক্ষিত,
দিবসের আলো চাহিয়া চাহিয়া ঝরে ফুল অগণিত।
তুমি শুনিলে না দুয়ারে তোমার এত যে আর্ত্তনাদ,
তুমি করিলে না এই মিথ্যার, মৃত্যুর প্রতিবাদ।
এত কল্পনা বিশ্বাসে মোরা গড়িলাম যার দেহ,
একখানি প্রাণ লয়ে সেথা তবু আসিলনা আজো কেহ
স্বপ্ন মোদের স্বপ্ন রহিল ধরিল না আজো কায়া,
পরস্পরের চোখে কাঁপে শুধু এক প্রশ্নের ছায়া।
সূর্য্যমুখীর আঁখি আজ দেখ ফিরেছে মাটির পানে,
সূর্য্য উদয় হইত আকাশে জানি তব আহ্বানে।
শুনেছি আঁধারে পরাজিত এক আলোকের ক্রন্দন,
আজিও নিকটে এল না তোমার শুভ আগমণ ক্ষণ।
তবুও তোমার আশা লয়ে বাঁচি; মেহেদী তোমারি লাগি
আমাদের এই অন্ধকারাতে কয়জনা আজো জাগি।

———

*"মাসিক মোহাম্মদী," ২১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। কার্ত্তিক, ১৩৯৪ সাল, ১৬ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত। সংগ্রাহক—সৈয়দ শহরিয়ার শোকর, মাগুরা কলেজ (যশোহর)। 'কলা'—১ম বর্ষ।

দোয়ার অনুরোধ

আমাদের প্রিয় ভ্রাতা সুফী মতিউর রহমান সাহেব রাবওয়া হইতে পূর্ব্ব-পাকিস্তানী আহমদী ভ্রাতা ভগ্নিগণের নিকট দোয়ার অনুরোধ জানাইয়া আহমদীর সম্পাদককে যে পত্র দিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। আশাকরি সকলেই তাঁহার জন্য খাছভাবে দোয়া করিবেন।

"আচ্ছালামু আলায়কুম—আমি আন্তরিকভাবে আশা করি আপনি বেশ ভালই আছেন। অনুগ্রহ করিয়া বাংগালী আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট ছালাম বলিবেন এবং এই পবিত্র রমজান মাসে আমার জন্য খাছভাবে দোয়া করিতে অনুরোধ জানাইবেন। পরবর্ত্তী সংখ্যা আহমদীতে আমার এই অনুরোধ পত্রটি ছাপাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। আপনাদের সাথে আল্লাহতা'লার মংগল বিরাজ করুক। বশংবদ—সুফী এম, আর, বাংগালী।

তৌহিদের আহ্বান

৮নং প্রচার পত্র

পূর্ব্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গের খৃষ্টিয়ান ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ সমীপেষু—

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,

আপনাদের মিশনারী পণ্ডিতগণের মধ্যে রেভাঃ উইলিয়াম গোল্ডস্যাক প্রণীত "ইসলামে মোহাম্মদ" নামক পুস্তক খানিতে দেখানো হয়েছে যে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) কখনো খোদার রসুল ছিলেন না। শুধু এই কথাই নহে। ইহার সহিত আরও অনেক বিষাক্ত মাল মশল্লা প্রয়োগ করিয়া খুবই বাহবা লইয়াছেন। এখন যদি উক্ত মিশনারী সাহেব দেহে বর্ত্তমান থাকিতেন, পবিত্র কোরআন খানী খুলিয়া তাঁহার চোখের অতি নিকটে উপস্থিত করিতাম এবং বলিতাম, বন্ধু একবার নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাত করুন। এখন তাঁহার পরিবর্ত্তে যে সব মিশনারী পণ্ডিতগণ প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন, তাহাদের নিকটও ঐ একই কথা বলিতে চাই—বন্ধুগণ, একবার চাহিয়া দেখুন সত্যই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ) খোদার রছুল ছিলেন কি না এবং তাঁহার নিকট কোন ঐশী বাণী প্রেরিত হইয়াছিল কি না।

প্রকৃত সত্যের সন্ধানে একটু অগ্রসর হইয়া আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। যাহা প্রকৃত সত্য তাহা প্রকাশ না করা পাপ। নিরপেক্ষ জ্ঞান ও নিরপেক্ষ মন লইয়া যদি আমরা বিচার করি, তাহা হইলে সত্য আলোকের সন্ধান অতি সহজেই পাওয়া যায়।

দেখুন পবিত্র কোরআন কি ঘোষণা করছে :—

He hath fixed for you in Religion what He did ordain for Noah and whatever He hath revealed unto thee, what He did ordain for Abraham and Moses and Jesus, that be strict in your religion and be not divided therein

এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ইসলাম ধর্ম্ম কি বাইবেলের বিপরীত অথবা নবীগণের দেওয়া শিক্ষার পরিপন্থি? না কখনও নহে। বস্তুতঃ একমাত্র ইসলামই বাইবেল ও কোরআন বর্ণিত শিক্ষা। এই দুই গ্রন্থকে old and new edition of Islamic Teachings বলা যাইতে পারে। ইহার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ মুসলিমগণের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ধর্ম্মীয় কাজ কর্ম্ম দেখুন। যেমন বাইবেল বর্ণিত ত্বকচ্ছেদ, কোরবানী, প্রতিমা পূজার বিরোধীতা, উপাসনায় সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে ভজনা করা। খৃষ্টিয়ান ও ইহুদীগণ বাইবেলের শিক্ষা হতে অনেক দূরে চলে গেছেন বলে পবিত্র কোরআন তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করছে।

এই পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, যেখানেই ইসলামের জ্ঞান চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে, অমনি ইহাকে ধ্বংস করবার জন্যও যথেষ্ট প্রচেষ্টা চলছে। প্রমাণ স্বরূপ ইতিহাস দেখুন।

So if they turn their faces, then We have not sent thee as a keeper over them, then thou hast only to preach. For verily when We make a man taste our mercy, he becometh glad thereby but when any evil befalleth them for what their hands have sent on before, then verily mankind become highly ungrateful. (Holy Quran Chapter XLII. Verse 40.

এরপর আরও দেখুন এবং চিন্তা করুন এ সব ঐশী বাণী বলে বিশ্বাস হয় কি না।

Verily We have sent down the Quran unto thee gradually; so wait patiently for the biddiug of thy Lord and do not obey those of the who are sinners or infidels and at night prostrate thyself before Him and praise long at night, (Holy Quran Part XXIX, chapter LXXVI, Verses 24—27.

Verily it is a lesson for him who hath a heart and giveth his ear, and also full of heed and We did create the heaven and the earth in six days yet We were not touched with fatigue. So do thou bear patiently what they say and repeat the praises of God before sunrise and sunset and some time at night repeat His names and also after prostrations. (Holy Quran Chapter L, Verse 37—40.

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ আরও মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করুন।

And remember when Jesus, son af mary, said, O ye children of Israel verily I am an apostle of God unto you testifying to the Law that was before me and giving the glad news of an apostle who is to come after me whose name is Ahmad. (Holy Quran Chapter LXI Verse 6.

পবিত্র ইন্‌জিল যোহন ১৬ অধ্যায় ৭ পদ ইহার সহিত তুলনা করুন।

এরপর আরও দেখুন এবং নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করুন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছাঃ)এর প্রতি ঐশী বানী হইয়াছিল কি না। খৃষ্টিয়ান মিশনারী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে একজন স্পষ্ট স্বেচ্ছাচারী ও মতলব বাজ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সত্যিকারের আলোচনায় আসিলে তাঁহাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ বৃক্ষের ফল দ্বারা বৃক্ষ চেনা যায়। প্রকৃত গুণাগুণ বিচার না করিয়া বিরোধিতায় ফেলিয়া একজনকে অনেক নিন্দা মন্দ বলা যেতে পারে।

He it is who hath sent His apostle with guidance and with true religion that He may exalt it above every religion. God is enough as a witness to this promise. Muhammad, the apostle of God and those who are with him are severe against the infidels but kind enough amonst themselves. Thou wouldst see them kneeling and prostrating themselves to seek the favour of God and His pleasure their marks is in their faces through the effect of prostrations. Thus are they painted in Torah and described in the Gospel. (Holy Quran Chapter XLVIII, Verses 28—29.)

আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, পবিত্র কোরআন ও পবিত্র বাইবেল পাশাপাশি রাখিয়া মনোযোগ সহ পাঠ করুণ তাহা হইলে নিশ্চয়ই সত্য আলোকের সন্ধান পাইবেন। আরও একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যদি আমরা এই পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম মতবাদ গুলি আমাদের সামনে রাখি এবং ইহারই পাশে ইসলামিক মতবাদ রাখিয়া নিরপেক্ষ আলোচনায় মনোনিবেশ করি তাহা হইলে আমরা এমন একটি সত্য দেখিতে পাই, যাহা এই পৃথিবীর সকল লোকেই অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে এবং ইহা দ্বারা মানবত্মার মহা কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এই জগতের অন্য দিকে যখন আমরা দৃষ্টি ফিরাই তখন দেখিতে পাই, কতই কল কারখানা, আইন আদালত এবং নানা প্রকার কার্য্যে রত মানুষগুলি যেন একটা মহা নিয়মের অধীন চলছে। কিন্তু ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মমতগুলি যেন মানুষগুলিকে এমনই একটি স্বাধীনতা দিয়েছে যে উপসনার কোনই ধারাবাহিক নিয়ম নাই। সত্যিকারের জ্ঞান বিচারে মানুষ নিশ্চয়ই তাহার স্রষ্টার নিকট দোষী সাব্যস্ত হইবে। জগতের প্রত্যেকটি বিষয়ই যদি নিয়মতন্ত্রের মধ্যে চলতে পারে, তবে ঐশ্বরিক বিধানগুলির প্রতি এত অবহেলা কেন? মানুষ দেহ রক্ষা করিবার জন্যও আহার পানীয় ইত্যাদি বিষয়েও নিয়মতন্ত্রের অধীনেই চলছে। কিন্তু আত্মিক বিষয়ে তাহারা যেন একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েছে। এই জন্য ইসলামই একমাত্র warner হিসাবে সমগ্র জগতকে ইহকাল ও পরকাল বিষয়ক শিক্ষা দান করতে পারে। বিশ্বাস না হলে ইহার প্রত্যেকটি বিষয় যাচাই করে দেখে নিন জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান ইহাতে আছে কি না। যদি না পান তবে আমাদিগকে লিখুন আমাদের সাধ্যানুসারে সমাধানের সন্ধান দিতে চেষ্টা করবো।

নিবেদক—ডাঃ হোসেন উদ্দিন খান,
অবৈতনিক ইসলাম প্রচারক, আঞ্জুমানে আহমদীয়া,
ইসলাম মিশন, ষ্টেশন রোড, ফরিদপুর।

কামেল-ঈমান*

(১৯৩৭ সনের কাদিয়ান সালানা জলসায় "ইনকেলাবে হকিকী" নামে প্রকাশিত হজরত খলিফাতুল মসিহ্ সানির (আইঃ) বক্তৃতার ৯৯—১০১ পৃঃ অবলম্বনে লিখিত)

হজরত রসুল করীম (দঃ) ফরমাইয়াছেন :— "হে মুসলমানগণ তোমরা কোন কোন সময় শুধু 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করিয়া বলিয়া থাক 'আল-হামদু লিল্লাহ আমরা মোমেন হইয়াছি, কিন্তু ইহা ভুল, সম্পূর্ণ ভুল।" প্রথমতঃ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" মাত্র বলা কোন জিনিষই নহে এবং যদি হইয়াও থাকে তবু স্মরণ রাখিবে যে, "ঈমান ৭০ হইতেও অধিক অংশে বিভক্ত।" এখানে ৭০ অর্থে ৭০ সংখ্যাকেই বুঝায় না, বরং ইহা দ্বারা বহু সংখ্যক বুঝায়। আরবী ভাষায় ইহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। বাংলাতে আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি যে, "তোমাকে ১০০ বার বলা হইয়াছে।" কিন্তু এর অর্থ প্রকৃতই ১০০ বার নহে, বরং বহু বার। সুতরাং হজরত রসুল করীম (দঃ) ঈমানের ৭০ হইতেও অধিক সংখ্যক অংশ বা মহকুমা বলিবার অর্থ ঈমানের বহু অংশ বা মহকুমা আছে।

ঈমানের এই সমস্ত মহকুমার মধ্যে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তারপর ক্রমশঃ নিম্ন গতিতে চলিতে চলিতে সর্ব্বশেষ কার্য্য যাহা দাঁড়ায়, তাহা হইল রাস্তা হইতে কাঁটা প্রভৃতি পরিষ্কার করা। প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহাকে ঈমান বলি এবং যদ্দ্বারা নিজেরা গৌরবান্বিত মনে করি তাহা একটি মাত্র বিশ্বাস বা কার্য্যের নাম নহে। বরং বহু সংখ্যক কার্য্য সমষ্টির নাম। যে পর্য্যন্ত এই সমুদায় আমলের বেষ্টনী মজবুত করা না যায়, সে পর্য্যন্ত "ঈমান" নামক নেয়ামতের পূর্ণতা লাভ হয়না। এই সমস্ত আমলের মধ্যে নিকৃষ্টতম আমল হইল রাস্তা হইতে কাঁটা ইত্যাদি কষ্টদায়ক জিনিষ সরাইয়া দেওয়া। অর্থাৎ রসুল করীমের (দঃ) পবিত্র বানী অনুযায়ী ঈমান বিশেষ কোন কিছুরই নাম নহে, বরং তৌহীদ, কাজা ও কদর, আম্বিয়াগণ, ফেরেশতাগণ, আল্লাহ-তায়ালার কেতাব সমূহ, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, জান্নাত, দোজখ, কবুলিয়তে দোয়া ও আল্লাহতায়ালার গুণা-বলীর উপর বিশ্বাস করা। নামাজ পড়া; রোজা রাখা, জাকাত দেওয়া, হজ্জ করা, সদ্‌কা খয়রাত করা, বিদ্যা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া, পিতামাতার খেদমত করা, গায়রত দেখানো, শোক্‌র্ করা, বাহাদুর হওয়া, সাহসী হওয়া, ধৈর্য্যশীল হওয়া ও ধৈর্য্য ধারণ করা, আত্মমর্য্যাদার খেয়াল রাখা, কষ্ট সহিষ্ণু হওয়া, সাদা-সিদে জীবন যাপন করা, মধ্যমপন্থী হওয়া, সুবিচার করা, পরোপকার করা, দানশীল হওয়া, কৃতজ্ঞ হওয়া, কোরবানীর স্পৃহা সৃষ্টি করা, ক্ষমা করা, অন্যের আদর করা, অপরের সঙ্গে খুশীর সহিত মেলামেশা করা, আদেশ মান্য করা, তরবিয়ত করা, জাতির শত্রুগণ হইতে দূরে থাকা, হৃদয়ে আল্লাহতায়ালার মহব্বত সৃষ্টি করা, আল্লাহতায়ালার উপর ভরসা করা, তবলিগ করা, মিথ্যা না বলা, চোগলখুরী না করা, গীবত না করা, বোহতান (মিথ্যা অপবাদ) না করা, কাহাকেও তুচ্ছ না করা ও কষ্ট না দেওয়া, ধোকাবাজী না করা, খেয়ানত না করা, অত্যাচার না করা, ঝগড়া না করা, চুরি না করা, অলসতা না করা, বেকার না থাকা, পরিশ্রম ও বুদ্ধির সহিত কার্য্য করা, প্রভৃতি ঈমানের অংশ। এমন কি রাস্তা হইতে কাঁটা পাথর প্রভৃতি পরিষ্কার করাও ঈমানের অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং মাত্র "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ" পাঠ করিয়া বা হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই কেহ প্রকৃত ঈমানদার বা মোমেন হইতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের ধর্ম্ম বিশ্বাসসমূহ মসায়েলা এবাদতসমূহ, ইসলামী তমদ্দুন, অর্থনীতি, রাজনীতি, কাজা, চরিত্র, চালচলন প্রভৃতিকে নিজের উপর কার্য্যকরী করা ও বিশ্বব্যাপী কার্য্যকরী করিবার প্রচেষ্টার নাম ঈমান। ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ" এবং ক্ষুদ্রতম অংশ রাস্তা পরিষ্কার করা।

কৌমী (জাতীয়) খেদমত সম্বন্ধে আঁ হজরত (দঃ) ফরমাইয়াছেন—"কোন ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের খেদমতের জন্য এক ঘণ্টা খরচ করিলে ৪০ দিনের এবাদতের চেয়েও অধিক সওয়াবের অধিকারী হন।"

আসুন আহমদী ভ্রাতা ভগ্নিগণ! আঁ হজরত (দঃ) এই পবিত্র বানীর আমরা সম্মান করি, এবং ইসলামের খেদমতের জন্য নিজেদের জান, মাল, ইজ্জত ও সময়ের কোরবানী দ্বারা আল্লাহতায়ালার ফজল লাভের উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করি।

খাকছার—আহসান উল্লাহ সিকদার

সেক্রেঃ তালিম তরবিয়ত, পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়া।

*সম্পাদকের মন্তব্য—এই প্রবন্ধটি গত জানুয়ারী সংখ্যা প্রকাশের সময় হস্তগত হইয়াছিল। ইহার প্রথম বাক্য পড়িয়াই সন্দেহ হইল, তদ্রূপ কোন হাদীস নাই। দ্বিতীয় বাক্যও ভুল ধারণা সৃষ্টি করিতে পারে। এই কারণে "ইনকেলাবে হকীকী" পুস্তকের আসল উর্দ্দু দেখার চেষ্টা করি কিন্তু ৯৯—১০১ পৃষ্ঠার হাওয়ালা ৯৫—১০৫ পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিয়াও পাইলাম না। অতঃপর এই প্রবন্ধের চারিটি উদ্ধৃতির পার্শ্বে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়া প্রবন্ধ লেখকের নিকট লোক মারফত পাঠাই। প্রবন্ধ লেখক ২৩শে মে আমাকে তাঁহার 'ইনকেলাবে হকীকী' দেখাইয়াছেন। তাহার পুস্তকখানির ৯৯ পৃষ্ঠা আমার পুস্তকের ১১১ পৃষ্ঠা। এই কারণে হাওলা খুজিয়া পাই নাই।

হাদীস সংগ্রহ

১। "আল-ঈমানু বিজউন ও সাবউনা শোবা-তান; আফজালুহা কওলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ ইদনাহা ইমাতুল-আজা আনিত তরিকে—ঈমানের সত্তর হইতেও বেশী শাখা আছে; উহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শাখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা এবং ক্ষুদ্রতম শাখা পথ হইতে পীড়াদায়ক বস্তু দূরীভূত করা"।

২। "আশরাফুল-ঈমানে আইয়ামিনকা-ন্নাসু অ আশরাফল-ইসলামে আইয়াসলামান্নাসু মিন লিসানাকা অ ইয়াদাকা—উচ্চতম ঈমান এই যে তোমা হইতে লোকে নিরাপদ হইবে এবং উচ্চতম ইসলাম এই যে তোমার জিহ্বা ও হাত হইতে লোকে শান্তি পাইবে।"

৩। "আল-ইবাদাতু আশারাতু আজযাইন; তেসআতু মিনহা ফী তলবিল-হালালে—ইবাদতের দশটি অঙ্গ আছে; ইহার নয়টি বৈধ জীবিকা অর্জনের মধ্যে"।

৪। "ইন্না ছাবরা আহাদেকুম ছাআতান ফী বাআজে মওয়াতিনিল-ইসলামে খায়রুণ-লাহু মিন আইয়াবুদাল্লাহা আরবায়ীনা ইয়াওমান—ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন কোন কাজে তোমাদের কাহারও পক্ষে এক ঘণ্টা অধ্যবসায় দেখান তাহার চল্লিশ দিনের উপাসনা হইতেও উৎকৃষ্টতর"।

৫। "ই'মাল আমালা মারইন ইয়াজান্নু আন লাম ইয়ামুতু আবাদান; অয়াহজার হাজারা মারইন ইয়াখশা আন-ইয়ামুতু গাদান—কাজ কর সেই ব্যক্তির ন্যায় যে মনে করে যে সে কখনও মরিবে না; এবং সতর্কতা অবলম্বন কর সেই ব্যক্তির ন্যায় যে মনে করে যে সে কালই মরিবে।" অনুরূপ একটি সংস্কৃত প্রবাদ আছে—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ ধনর্জ্জয়েৎ..... ধর্ম্মার্জ্জয়েৎ"।

প্রথম বাক্যের উদ্ধৃতিটি হাদীস নহে, হাদীসের ভূমিকা স্বরূপ হজরত খলিফাতুল মসিহের উক্তি। অনুবাদ সহ মূল হাদীসটি অন্যত্র ছাপা গেল। 'ইনকিলাবে হকীকী' হজরত সাহেবের লিখিত পুস্তক নহে; লিপিকারক কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা তাহার বক্তৃতা। এই শ্রেণীর পুস্তকে ভাষার বন্ধন শিথিল হওয়া বিচিত্র নহে। পাঞ্জাব হাঙ্গামা তদন্ত আদালতে হজরত সাহেবের সাক্ষ্যেও এইরূপ ত্রুটির কথা তিনি বলিয়াছেন। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় বাক্যে শব্দ যোজনার শিথিলতা রহিয়াছে।

ফল কথা, সম্পাদক আবশ্যক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল এবং বিলম্বে হইলেও প্রবন্ধ লেখক সম্পাদকের সন্দেহ দূরীভূত করিয়াছেন। "অ মা উবার্‌রিও নফসী ইন্না মা রাহেমা রব্বী" অ হুয়াল গফুরুর রহীম।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। কেহ ইচ্ছা করিলে পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.